এলএফএফএস প্রশিক্ষণ হ্যান্ডনোট

জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

(Training on Gender Equality and Social Inclusion)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিষয়-১ ঃ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক জেন্ডার সমতা

(এলএফএফএস সেশন-৬.১)

সেশন পরিকল্পনা

ভূমিকা: বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারী। অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা, সমৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নে নারীর অবদান যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। দেশের ক্ষুদ্র খামারীদের জন্য গ্রামীণ নারীদের প্রথাগত পশুপালন প্রচলিত অভ্যাস। এই অভ্যাসটি গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বনির্ভর কর্মসংস্থান এবং জীবিকা উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী, যুব এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলি খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবনমান উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে যদি প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক জেন্ডার সমতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এ সেশনের মাধ্যমে কৃষকদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক জেন্ডার সমতা এবং যুব ক্ষমতায়নের বিষয় সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

সেশন এর উদ্দেশ্য: সেশন শেষে ক্ষুদ্র খামারীগণ -

- একটি কমিউনিটিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্য, দুর্বলতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক সামাজিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে বাধা সৃষ্টিকারী স্থানীয় প্রতিবন্ধকতাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার বৈষম্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, সাদা বোর্ড, বোর্ড মার্কার, লিফলেট, পোস্টার, পোস্টার মার্কার, নোটবুক এবং কলম।

সেশন পরিচলানা পদ্ধতি: সহায়ক-

- খামারীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কুশল বিনিময়ের পর সেশন আরম্ভ করবেন।
- অর্ধবৃত্তাকারে বসা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩ থেকে ৫ জনের কাছে তাদের অনুভূতি শুনতে চাইবেন।
- সহায়ক ওইদিনের অধিবেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ধারণা যাচাই করবেন।
- সেশনের বিষয়ের উপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করবেন।
    - ➢ জেন্ডার, জেন্ডার সাম্যতা ও সামাজিক অর্ন্তভূক্তি;
    - ➢ জেন্ডার বৈষম্য এবং এর প্রভাব;
    - ➢ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে রোল-প্লে; এবং
    - ➢ প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমে নারীদের সমতা থাকার সুবিধাসমূহ।

সেশন পরবর্তী মূল্যায়ন: অংশগ্রহণমূলক প্রশ্ন-উত্তর এর মাধ্যমে সেশন ফলাফল বা শিখন মূল্যায়ন করা।

সেশন সহায়িকা ঃ

১.১. জেন্ডার: জেন্ডার হলো সমাজকতৃক সৃষ্ট ধারণা বা নিয়ম যা নারী পুরুষের কাজ, দায়িত্ব, কর্তব্য, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদিকে নির্ধারণ করে থাকে। জেন্ডার ধারণা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সময়ের সাথে পরিবর্তন করা যায়। নারী পুরুষের ভিন্ন অবস্থান ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।

জেন্ডার বিষয়টি মূলত: নারী পুরুষের আচরণ কেমন হবে, কার জন্য কোন কাজটি প্রযোজ্য হতে পারে, নারী পুরুষের করণীয় এবং বিধিনিষেধ কি হতে পারে, কোন কাজের মান কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্দেশ করে থাকে। এতে করে নারী পুরুষের মধ্যে কার্যবিধি, মেধা, অধিকার, মর্যাদা, দায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরী হয় এবং কার্যক্রম ও দায়িত্ব অনুযায়ী নারী পুরুষের পছন্দ, অপছন্দ ও ইচ্ছা, অনিচ্ছাতে ভিন্নতা দেখা যায়। কাজের মান বা অবস্থান অনুযায়ী (উচ্চ মান, নিম্নমানসম্পন্ন কাজ) দেখা যায় যে নারীদের জন্য উপযুক্ত কাজগুলো যেমন-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ) পুরুয়ের তুলনায় নিম্ন অবস্থান এ থাকে; ফলে নারীরা সামাজিক মর্যাদায় পিছিয়ে থাকে বা মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। এদিকে নারীরা যখন গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি পরিবারে কৃষিজ বা অকৃষিজ উৎপাদনমূলক কাজ করে থাকে, তখন তাদের তাদের জন্য বেশিরভাগ সময়েই সেটা অতিরিক্ত কাজের বোঝা (ওয়ার্ক লোড) হয়ে যায় কিন্তু এর কোন স্বীকৃতি হয় না বা অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয়না। এভাবেই সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যের জায়গাটি তৈরী হয়।

১.২. লিঙ্গ: লিঙ্গ হলো জন্মগতভাবে নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য যা পরিবর্তন করা যায় না। যেমন-নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা, শিশুকে দুগ্ধদান করা, পুরুষের দাঁড়ি গোঁফ গজানো ইত্যাদি।

১.৩. জেন্ডার ও লিঙ্গ এর পার্থক্য:

লিঙ্গ	জেন্ডার
জন্মগতভাবে শরীর বৃত্তিয় বৈশিষ্ট্য	সমাজকতৃক নির্ধারিত
জৈবিকভাবে নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য	অর্জিত, কৃষ্টি হতে শিক্ষা
সমস্ত মানবজাতির জন্য একই চিরাচরিত নিয়ম	বহুবিধ নিয়মকানুনঃ স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-ভূতাত্তিক অঞ্চল, আবহাওয়া, সংস্কৃতি ইত্যাদির মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে।
অপরিবর্তনীয়	দূরদর্শী, পরিবর্তনশীল

১.৪. জেন্ডার সাম্যতা: জেন্ডার সাম্যতা মানে সমাজে নারী ও পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেদের প্রতি ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। একটি জেন্ডার সাম্যতা ভিত্তিক পন্থার মাধ্যমে সমাজে নারী ও পুরুষ, মেয়ে ও ছেলেরা ন্যায্যতার ভিত্তিতে সম্পদে অভিগম্যতা/প্রবেশাধিকার, নিয়ন্ত্রণ এবং সুবিধা ভোগ করতে পারবে। মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি হলো বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার সাম্যতা ভিত্তিক পন্থারএকটি উদাহরণ-যা স্কুলে প্রবেশযোগ্যতা এবং সকল শিশু, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ প্রদানে অবদান রেখেছে।

১.৫. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি: অন্তর্ভুক্তি হলো এমন একটি নীতি যার মাধ্যমে সমাজের শারীরিক বা মানসিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য সমাজের অন্যান্যদের মতো ক্ষমতা-কাঠামো ও সম্পদে সম প্রবেশগম্যতা, সম সুযোগ পায়, অন্যথায় তারা ক্ষমতা
কাঠামো ও সম্পদে সম প্রবেশগম্যতা, সম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী "কাউকে পেছনে ফেলে নয়" যা এখন একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্লোগান।
এখন সহায়ক এলডিডিপি কর্মসূচীর অধীনে গৃহীত অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলগুলি বিনিময় করবেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলগুলি হলো নারীর ক্ষমতায়ন (৬টি ভ্যালু চেইনে প্রায় ৫০% নারী পিজি সদস্যের অন্তর্ভুক্তি), যুব ও ট্রান্সজেন্ডার (মোট ৩,৩২৬ জন যুব সদস্য ১,১১৫টি প্রোডিউসার গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ছিল), বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি (৭২ জন সদস্য) ৫৫ টি প্রোডিউসার গ্রুপে) এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি।

১.৬. নারীদের কমিউনিটিতে অর্ন্তভূক্তি কেন?

জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে নারীদের কমিউনিটিতে অর্ন্তভূক্তি প্রয়োজন।

- সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ অর্জন করা;
- কার্যকরী কমিউনিটি দল এবং সংগঠন উন্নয়ন করা এবং কমিউনিটি নেতাদের বিকাশ করা;

- কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক এবং সহযোগিতা উন্নত করা;
- কমিউনিটির সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার;
- কমিউনিটির সক্ষমতা বাড়াতে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়া; এবং
- কমিউনিটি/সম্প্রদায়ে পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য উৎসাহ দেয়া।

১.৭. জেন্ডার বৈষম্য এবং এর প্রভাবঃ

জেন্ডার বৈষম্য সেই সামাজিক পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে যেখানে নিজস্ব দক্ষতা বা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে পুরুষ বা নারী হওয়ার কারণে ভিন্নভাবে আচরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিকভাবে অপনয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সীমিত অংশগ্রহণ, এমনকি সরকারী সংস্থা এবং সেবায়, সম্পদে নারীদের সীমিত প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বৈষম্যের সাধারণ ফলাফল। যখন এইসব বৈষম্য সামাজিক শৃঙ্খলা অংশ হয় তখনই একে জেন্ডার বৈষম্য বলা হয়। এখন সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সাথে জেন্ডার বৈষম্যের একটি ছোট ঘটনা বলবেন।

১.৮.সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে রোল-প্লেঃ

- সহায়ক অংশগ্রহণকরীদের সাথে একটি খেলার মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জেন্ডার বৈষম্যের ধারণা বিনিময় করবেন।
- সহায়ক প্রশিক্ষণ রুমের মাঝখানে অথবা জায়গা রেখে একটি সরল রেখায় অংশগ্রহকারীগণ দাঁড়াতে পারে।
- তারপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে পূর্বে প্রস্তুতকৃত একটি বাটিতে রাখা চিরকুট থেকে একটি করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন। চিরকুটের তথ্য কারো সাথে শেয়ার না করার জন্য বলবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ রুম/খোলা জায়গার মাঝখানে চিহ্নিত লাইনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করবেন। তাদের চোখ বন্ধ করে কাগজে লেখা চরিত্র অনুযায়ী তাদের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা করার করতে বলবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের এমনভাবে দাঁড়াতে বলবেন যাতে তারা হাঁটার জন্য সামনে এবং পিছনে পর্যাপ্ত জায়গা পায়। চিরকুটের চরিত্রগুলো নিচের টেবিল অনুযায়ী হবে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের পিজি পুরুষ সদস্য	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের পিজি নারী সদস্য	ছোট খামারের মালিক	পিজি সভাপতি
ট্রান্সজেন্ডার পিজি সদস্য	তরুণী পিজি সদস্য	গর্ভবতী পিজি সদস্য	প্রতিবন্ধী নারী পিজি সদস্য
একটি গ্রুপ কোম্পানির মালিক	দুগ্ধজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মালিক	দলিত থেকে ব্যবসায়ী (অচ্ছুৎ) সম্প্রদায়	পিজি সহ- সভাপতি

- অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ রুম/উন্মুক্ত জায়গার মাঝখানে একটি লাইনে দাঁড়ানোর পর সহায়ক পূর্বনির্ধারিত কিছু বিবৃতি পড়া শুরু করবেন এবং বিবৃতির ভিত্তিতে তারা এক ধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে এবং যদি তারা তা করতে সক্ষম না হয় তবে এক ধাপ পিছিয়ে যাবে। নিম্নে কিছু নমুনা বিবৃতি তুলে ধরা হলো-
  - আমি যখন ইচ্ছা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি।
  - আমি আমার গবাদিপশু হাটে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারি।
  - আমি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ গ্রহণ করতে পারি।
  - আমি পিজি মিটিং-এ যোগ দিতে পারি।
  - আমি ভয়-ভীতি ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে পারি।
  - আমি আমার ইচ্ছামতো টাকা খরচ করতে পারি।
  - আমি আমার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছি।
  - আমি একটি দুগ্ধজাত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মালিক।
- উপরোক্ত বিবৃতিগুলি বলার পর, সহায়ক অংশগ্রহণকারীকে তারা যেখানে যেমন আছেন সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করবেন।
- সহায়ক কিছু অংশগ্রহণকারীদের কাছে যাবেন এবং তাদের কথা শুনবেন। কেমন লাগছে? কে সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে? কে সবার শেষে দাঁড়িয়ে আছে? কারা মধ্যবর্তী অবস্থানে আছে? এই অবস্থানে থাকার কারণ কী ছিল? এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করে উত্তর নিবেন।

- তাদের কথা শোনার পর, সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দেখতে বলবেন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীরা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। জেন্ডার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, শারীরিক অবস্থা এবং পরিচয় বিবেচনা করে, পিজি সদস্যরা এক ধাপ এগিয়ে বা পিছিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে, কেউ এগিয়ে যাচ্ছে আবার কেউ পিছিয়ে পড়ছে।

১.৯. এলডিডিপিতে নারীর অর্ন্তভূক্তিঃ

এলডিডিপি কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ট্রান্সজেন্ডার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের অন্তর্ভুক্তি এবং সুষম/সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য সমতা, বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন সক্ষমতা এবং ক্ষমতা বিবেচনা করে, ডিএলএস-এর এলডিডিপি পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে (আইপি, চরম দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদি) সহ বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা শুরু করেছে। সহায়ক সমতা, বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ উন্নত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন এবং একটি সমতা ভিত্তিক বিশ্ব তৈরির জন্য এলডিডিপির মধ্যস্ততায় বৈচিত্র্যময় এবং পিছিয়ে পড়া প্রন্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

এলডিডিপি ৫৫০০ পিজিতে প্রায় ৫০% নারীর অংশগ্রহণ বিবেচনা করে সচেতনভাবে জেন্ডার সাম্যতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে কর্মসুচী বাস্তবায়ন করেছে। এলডিডিপিতে বিভিন্ন ভ্যালু চেইনে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ছাগল ও ভেড়া বা দেশী মুরগীতে ১০০%, ডেইরিতে ৪১%, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ২৫%, বাণিজ্যিক মুরগী ৬.২৫%, সোনালী মুরগির ক্ষেত্রে ৩৫% রয়েছে। পিজির নির্বাহী কমিটিতে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পদে (সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ) কমপক্ষে এক থেকে দুইজন নারী সদস্য থাকবেন। উল্লেখ্য যে ডিএলএস-এর এলডিডিপিতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৮.৩৩% নারী এবং সদস্যরা কোভিড-১৯-এর সময় জরুরী সহায়তা পেয়েছেন।

১.১০. প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমে নারীদের অর্ন্তভূক্তি ও সমতার সুবিধাসমূহঃ

১. নিজ উদ্দ্যোগে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান তৈরী হবে।
২. উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন কাজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. নারীরা বিভিন্ন কারিগরী বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের, পরিবারের স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা মূলক জ্ঞান দক্ষতা ও আচরণগত পরিবর্তন করবে।
৪. নারী উদ্দ্যোক্তা হিসেবে একটি নতুন কর্মকৌশল আয়ত্ব করা, আয়বৃদ্ধি করা ও স্বাবলম্বী হবে।
৫. নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানবে এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করবে।
৬. পরিবারে অর্থনৈতিক অবদান রাখা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।
৭. পরিবারে ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা অর্জন করবে।
৮. আত্মবিশ্বাস ও মনোজগতের শক্তি বৃদ্ধি ও নিজের পছন্দকে মূল্যায়ন করা ও কমিউনিটিতে নেতৃত্ব প্রদান করবে।
৯. সামাজিকভাবে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারী উদ্দ্যোক্তা হিসেবে কাজের স্বীকৃতি পাওয়া এবং
১০. সর্বোপরি জাতীয় অর্থনিতিতে অবদান রাখা ও নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন করবে।

উপসংহারঃ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে সেশনটি শেষ করুন

মূল বার্তাঃ

- সমাজে বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন বিচিত্র সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। এলডিডিপি, ডিএলএস মানুষের বিভিন্ন দক্ষতা বিবেচনা করে জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- পরিবার কিংবা সমাজের বৈষম্যমূলক প্রথার কারণে, ছেলেরা সাহসী হয়ে ওঠে এবং মেয়েরা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যা একজনের সামর্থ্য বা সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে এবং জাতিকে ক্ষতির সম্মুখীন করে।

বিষয়-২ ঃ সামাজিক প্রথাগত আচরণ, জেন্ডার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব

(এলএফএফএস সেশন ৬.২)

সেশন পরিকল্পনা

ভূমিকা: একটি গবাদিপশুর খামারে নারীরা প্রয়োজনীয় শ্রম ঘন্টার প্রায় ৫০ ভাগ সময় ব্যয় করে এবং পোল্ট্রি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। তারা সরাসরি খড় কাটা, গবাদিপশুর খাদ্য ও পানি সংগ্রহ, গাভী ও বাছুর তদারকি , তদারকি দুধ দোহন এবং সার তৈরীতে সম্পৃক্ত। বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার কারণে গ্রামীণ পর্যায়ের নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং সহায়ক সেবা ব্যবস্থাগুলোতে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয়। কিন্তু, মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তাদের জীবিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। যা দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযাগ্য অবদান রাখতে পারে। এই সেশনটি নারীদের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকারের গুরুত্ব দৃশ্যমান করবে।

সেশন এর উদ্দেশ্য: সেশন শেষে খামারীরা-

- গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নে সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সামাজিক প্রথাগত নিয়ম-নীতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন হবেন।
- অপকারী সামাজিক প্রথাগত নিয়ম-নীতিগুলি চিহ্নিতকরণ এবং গ্রামীণ নারীদের সম্পদে প্রবেশাধিকারে বাধা দেয় এমন সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সকলের জন্য জেন্ডার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ: ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাদা বোর্ড, চক, পেন্সিল, বোর্ড মার্কার, লিফলেট, পোস্টার, পোস্টার মার্কার, নোটবুক এবং কলম।

সেশন পরিচলানা পদ্ধতি: সহায়ক-

- খামারীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কুশল বিনিময়ের পর সেশন আরম্ভ করবেন।
- অর্ধবৃত্তাকারে বসা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩ থেকে ৫ জনের কাছে তাদের অনুভূতি শুনতে চাইবেন।
- সহায়ক ওইদিনের অধিবেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ধারণা যাচাই করবেন।
- সেশনের বিষয়ের উপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করবেন।
    - ➢ জেন্ডার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বের ধারণা;
    - ➢ সম্পদে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-নীতি, আচরণ, অনুশীলনের প্রভাব; এবং
    - ➢ প্রাণিসম্পদ খামার ব্যবস্থাপনায় নারীদের ভূমিকা।

সেশন পরবর্তী মূল্যায়ন: সহায়ক অংশগ্রহণমূলক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সেশন ফলাফল বা শিখন মূল্যায়ন করবেন।

সেশন সহায়িকা ঃ

২.১. জেন্ডার ভূমিকা এবং দায়-দায়িত্ব:

সহায়ক জেন্ডার ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানতে চাইবেন। আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দুইটি দলে (একটি পুরুষ এবং অন্যটি নারী দল) বিভক্ত হয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি তালিকা তৈরী করতে বলবেন। সহায়ক দৈনন্দিন কার্যক্রমের তালিকাটি তৈরী করার সুবিধার্থে নমুনা হিসাবে নিম্নলিখিত ফরমেটটি ব্যবহার করতে পারেন।

টেবিল: দৈনন্দিন কার্যক্রমের নমুনার একটি তালিকা

সময়	কার্যক্রম
০৭:০০-০৭:৪৫	ঘুম থেকে উঠা, গোসল করা এবং নাস্তা করা
০৭:৪৫-০৮:৩০	বাচ্চাদের প্রস্তুত করা এবং স্কুলে নিয়ে যাওয়া
০৮:৩০-১০:০০	গৃহস্থালির কাজ, খামার পরিস্কার করা
১০:০০-১১:০০	দুগ্ধ খামার পরিষ্কার করা, গবাদি পশুকে খাবার দেওয়া
১১:০০-০১:০০	রান্না করা, পানি আনা, গবাদিপশুকে খাবার দেয়া এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা
০১:০০-০১:৩০	পরিবারের সাথে দুপুরের খাবার খাওয়া
০১:৩০-০২:০০	বয়স্কদের জন্য গোসলের প্রস্তুতি নেওয়া
০২:০০-০৪:০০	রান্নার তৈজসপত্র পরিষ্কার করা, শুকনো কাপড় সংগ্রহ করা
০৪:০০-০৬:০০	খামারে গবাদিপশুদের খাবার দেওয়া
-	পরিবারের জন্য সন্ধ্যার নাস্তা
-	রাতের খাবার প্রস্তুত করা
-	ঘুমাতে যাওয়া।

সহায়ক প্রতিটি দলকে একটি পোস্টার পেপার এবং মার্কার প্রদান করবেন। যেখানে তারা দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি তালিকা তৈরী করবে। সহায়ক উপরের নমুনা টেবিল থেকে কিছু উদাহরণ দিতে পারেন, যাতে পরিবারের সদস্যরা দিনের ২৪ ঘন্টা সময় কি কি কাজে ব্যয় করে এর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে দলগতভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে।

- **দল নং -১** গ্রামে থাকেন এমন একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যক্রমের একটি তালিকা লিখবে যার স্ত্রী এবং দুটি সন্তান (একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে) রয়েছে এবং একটি ডেইরী খামার রয়েছে।
- **দল নং -২** গ্রামে থাকেন এমন একজন নারীর কার্যক্রম লিখবে যার স্বামী এবং দুটি সন্তান (একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে) রয়েছে এবং ছোট একটি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার রয়েছে।
- প্রত্যেক দলে সকলের মতামতের সাপেক্ষে আলোচনা করে গৃহীত পয়েন্ট পোষ্টার পেপারে লিখতে পারেন এমন একজন দলীয় সদস্য রাখতে হবে।
- অত:পর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন কাজটি করতে গিয়ে তারা কেমন অনুভব করেছেন। তাদের লিপিবদ্ধকৃত দলগত কাজে তাদের সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কাজের প্রতিফলন হয়েছে কিনা তা জানতে চাইবেন এবং এবিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাইবেন? নাকি সমাজ থেকে এর কোন পার্থক্য রয়েছে?

  সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন

  ১. গৃহস্থালির কাজগুলো মূলত কে করে থাকেন? কে শিশুদের দেখাশোনা করে? কে পরিবারের বয়স্ক সদস্যের যত্ন নেয়?
  ২. কে খামার দেখাশোনা এবং খামার তদারকি করে?
  ৩. কে পণ্য বিক্রির জন্য বাজারে যান?
  ৪. কে স্থানীয় সরকারী সংস্থা এবং সেবা কেন্দ্র থেকে জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করে?
  ৫. প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা এবং টিকা দেওয়া কে দেখাশোনা করে?

জেন্ডার ভূমিকা, সামাজিক প্রথাগত অনুশীলন সম্বন্ধে ধারণা আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য সহায়ক নিম্নোক্ত লিংকটি থেকে ভিডিও ডকুমেন্টেশন অংশগ্রহণকারীদের দেখাতে পারেন।

ইউনেস্কো UNESCO দিল্লির জেন্ডার ভূমিকা ভিডিও https://www.youtube.com/watch?v=cRriDj8c3T0

২.২. সম্পদে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-নীতি, আচরণ, অনুশীলনের প্রভাব

সামাজিক নিয়ম-নীতিঃ

সাধারণভাবে সামাজিক নিয়ম-নীতি হলো একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষের আচরণ, মনোভাব এবং বিশ্বাস (চিত্র ৬.২.১ দেখুন)। সামাজিক নিয়ম-নীতি হলো অলিখিত আচরণের নিয়ম যা একটি সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একে অপরের সাথে দেখা করে তখন অভিবাদন জানানো।

চিত্র ৬.২.১ - সামাজিক নিয়ম

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সম্পদের অধিকার, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তারা পিজি সদস্যদের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য চিত্র ৬.২.২-এ তালিকাভুক্ত চ্যালেঞ্জগুলি উল্লেখ করতে পারেন।

এরপরে, সহায়ক পিজি সদস্যদের সামাজিক নিয়ম-নীতি বা প্রথার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনি সাধারণত কোথা থেকে নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপের সামাজিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে শিখবেন?

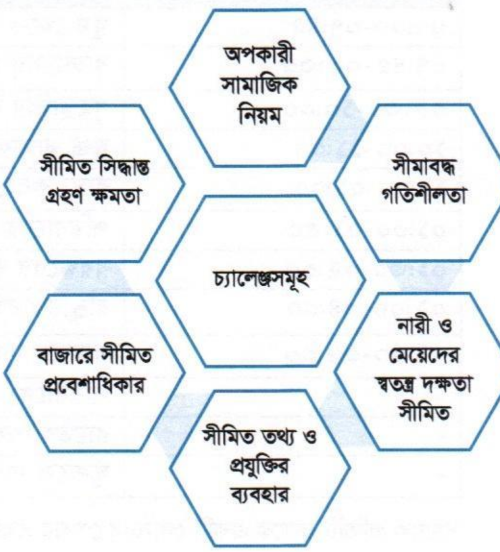

চিত্র ৬.২.২ - সম্পদের অধিকার, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ

ক) গৃহস্থালি কাজ পরিচালনা-

১. খাদ্য প্রস্তুতকরণ (যারা সাধারণত রান্নার জন্য খাবার তৈরি করে)
২. রান্না (যারা সাধারণত রান্না করে),
৩. ধোয়া (যিনি সাধারণত জামাকাপড় এবং গৃহস্থালির পাত্র পরিষ্কার করেন),
৪. পরিষ্কার করা (ঘর পরিষ্কার, ঝাড়ু দেওয়া),
৫. পানি ও পশুখাদ্য আনা

খ) খামার তদারকি - খামারের আনুষাঙ্গিক জিনিষপত্র কেনা, চাষের সিদ্ধান্ত, সার ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় এবং প্রাণিসম্পদ পণ্য বিপণন।

গ) পরিবারের সিদ্ধান্ত- যারা সাধারণত পোশাক, খাবার, আসবাবপত্র, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং বিয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন

- কোন প্রতিষ্ঠানগুলি (স্কুল/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/গ্রামীণ কমিউনিটি ক্লাব/এনজিও/টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র) উপরে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলিকে প্রভাবিত করতে ভূমিকা পালন করে?
- এখন সহায়ক পিজি সদস্যদের বিদ্যমান ক্ষতিকারক সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলি পরিবর্তন করার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলির বিষয়ে তাদের মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে।
    - ➢ নারী ও পুরুষ একযোগে কাজ করা।
    - ➢ পারিবারিক কাজ এবং খামার তদারকি কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া।
- সহায়ক একসাথে কাজ করার সুযোগ, কাজ ভাগ করে নেয়া এবং দায়-দায়িত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা করবে। কাজ বিভক্তিকরণ বা কাজ ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে সংসারে একে অপরের কাজের চাপ কমাতে পারে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে, দক্ষতার সাথে সময় ব্যবস্থাপনা করতে পারে, মানসিক চাপ কমাতে পারে এবং সর্বোপরি, পারিবারিক বন্ধন উন্নত ও দৃঢ় করতে পারে।
- কাজ ভাগ করে নেয়ার সময়, উদাহরণস্বরূপ - গৃহস্থালির কাজের জন্য বাড়িতে স্ত্রী/মা/বোনকে সাহায্য করা, পুরুষ পিজি সদস্যরা কিছু সামাজিক লজ্জা এবং চাপের সম্মুখীন হতে পারে (যেমন পুরুষ সদস্যরা সামাজিকভাবে হয়রানির শিকার হতে পারে বা অস্বাভাবিক আচরণ পেতে পারে। পরিবার এবং সমাজ, হীনভাবে সম্বোধন করে - যেমন- ট্রান্সজেন্ডার, অর্ধেক নারী, বউ, প্রেমিক) ইত্যাদি।

- অন্যদিকে, এই ভাগ করা কাজ এবং দায়-দায়িত্বগুলি সম্পাদন করার জন্য, উদাহরণস্বরূপ - বাড়ির বাইরে গবাদি পশুচিকিৎসা সেবা পেতে, আনুষাঙ্গিক জিনিষপত্র/ফিড ক্রয় করতে এবং পণ্য বিক্রি করার জন্য নারী পিজি সদস্যরাও কিছু সামাজিক হেয় প্রতিপন্নমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে পারেন (পরিবার ও সমাজের অশোভন আচরণ, অপমানজনক সম্বোধন)। এছাড়াও নারী পিজি সদস্য/নারী/কিশোরী মেয়েরা সন্ধ্যায়/রাতে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ, কোর্সওয়ার্ক, উচ্চতর অধ্যয়ন বা বিশেষায়িত কোর্স এবং টিউশনের মতো সামাজিক/শিক্ষাগত/শিক্ষামূলক/দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণকে সাধারণত নিরুৎসাহিত করা হয়।
- এই বিশেষ জেন্ডার ভিত্তিক সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলি পরিবারের সদস্যদের আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এবং কাজ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নারীদের/মেয়েদের সক্ষমতার পরিবেশকে সঙ্কুচিত করে।

২.৩. গবাদিপশুর খামার তদারকিতে নারীর ভূমিকা:

বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারীই পারিবারিক গবাদিপশু পালন, গোবর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (যেমন- গোবর ও বর্জ্য নিষ্কাশন, গোবর সংরক্ষণ, গোবর শুকিয়ে জ্বালানী তৈরীকরণ) কাজে সম্পৃক্ত। কিন্তু নারী খামারীদের উন্নত পদ্ধতিতে গবাদিপশু লালন পালন, গোবর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সঠিক জ্ঞান না থাকায় তাদের এই কাজগুলি পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

অতএব, নারী খামারীদের খামার ব্যবস্থাপনায় উত্তম চর্চা অনুসরণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরী।

- ✓ প্রাথমিক সংক্রমণ কমাতে খামার পরিচালনায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার সময় পিজি সদস্যরা (পুরুষ এবং নারী উভয়ই) গ্লাভস এবং মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।
- ✓ খামারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখবেন।
- ✓ খামারে কাজ করার পূর্বে এবং পরে ভালভাবে হাত-পা পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।
- ✓ অসুস্থপশুর নাড়া চাড়া করা থেকে বিরত থাকবেন।
- ✓ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের জন্য, অংশগ্রহণকারীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫টি চাবিকাঠি অনুসরণ করবেন। (চিত্র ৬.২.৩ দেখুন)

উপসংহার: সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের সেশন সার-সংক্ষেপ এবং সেশনের মূল বিষয়গুলো পুনঃআলোচনা করবেন

মূলবার্তা

- পরিবারের সকল সদস্যকে গৃহস্থালি কাজের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, পরিবারের বয়স্ক সদস্যের যত্ন নিতে হবে, শিশুদের লালন পালন ইত্যাদি কাজে পারবারের পুরুষ এবং অল্প বয়সী ছেলেরাও এ দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। এই দায়িত্ব ভাগাভাগি পরিবারে নারীদের কাজের বোঝা কমিয়ে দিবে এবং তাদের পারিবারিক বন্ধনকে উন্নত ও দৃঢ় করতে পারে।
- শিশুরা এই দায়িত্ব ভাগাভাগি তাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে শিখবে ও অনুসরণ করবে।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের নারীরা গৃহস্থালী পর্যায়ে স্বাস্থ্য-ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে যেমন রোগ-সংক্রমিত পশু-পাখির ব্যবস্থাপনা এবং পারিবারিক খাদ্য তৈরী ও পরিবেশন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এই ঝুঁকি এড়াতে, পরিবারের নারীসহ সকল সদস্যরা WHO কর্তৃক প্রদেয় সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে।

বিষয়-৩ ঃ প্রাণিসম্পদ খামার ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বৈষম্য এবং ক্ষুদ্র নারী খামারীদের ক্ষমতায়নের জন্য অনুশীলন

(এলএফএফএস সেশন ৬.৩)

সেশন পরিকল্পনা

ভূমিকা: নারীরা গৃহস্থালির কাজ, খামার এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেশা পরিচালনায় তাদের দৈনন্দিন কাজগুলি ভাগ করে নেয়। গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা বাড়তি আয় এবং পারিবারিক পুষ্টির জোগানের জন্য গরু, ছাগল ও ভেড়া অথবা মুরগি ও হাঁস পালন করে। এর ফলে তাদের পারিবারিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে এবং একটি পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামতের মূল্যায়ন করা হয়। অর্থনৈতিক ও পুষ্টি বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে এবং দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে গতি আনয়নে ভ্যালু চেইনভিত্তিক প্রানিসম্পদ উৎপাদন ও উন্নত উৎপাদনশীলতা যা নারীর ক্ষমতায়ন করে এবং অর্থনৈতিক ও পুষ্টি বৈষম্য কমাতে অবদান রাখতে পারে তাছাড়া দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে গতি আনয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন ভ্যালু চেইনে নারী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ এই সেশনের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হবে।

সেশনের উদ্দেশ্য: সেশন শেষে খামারীরা-

- জেন্ডার বৈষম্য এবং ক্ষমতায়নের বিষয়ে ধারণা লাভ করবে।
- প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ: সাদা বোর্ড, চক পেন্সিল, বোর্ড মার্কার, লিফলেট, পোস্টার, পোস্টার মার্কার, নোটবুক এবং কলম

সেশন পরিচলানা পদ্ধতি: সহায়ক-

- খামারীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কুশল বিনিময়ের পর সেশন আরম্ভ করবেন।
- অর্ধবৃত্তাকারে বসা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩ থেকে ৫ জনের কাছে তাদের অনুভূতি শুনতে চাইবেন।
- সহায়ক ওইদিনের অধিবেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ধারণা যাচাই করবেন।
- সেশনের বিষয়ের উপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করবেন।
  - জেন্ডার বৈষম্যের ধারণা;
  - ক্ষমতায়নের ধারণা; এবং
  - একটি রোল- প্লের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খামার ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বৈষম্য এবং নারী ক্ষুদ্র খামারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক অনুশীলন

সেশন পরবর্তী মূল্যায়ন: সহায়ক অংশগ্রহণমূলক প্রশ্ন-উত্তর এর মাধ্যমে এ সেশন ফলাফল মূল্যায়ন করবেন।

সেশন সহায়িকা ঃ

৩.১. জেন্ডার বৈষম্য এবং ক্ষমতায়নের ধারণা:

রোল- প্লের পূর্বে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট নিম্নলিখিত ধারণাগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করবেন -

ক) জেন্ডার বৈষম্য:

জেন্ডার বৈষম্য হলো, যেখানে ব্যক্তির সাথে দক্ষতা বা সক্ষমতার উপর ভিত্তি না করে শুধুমাত্র পুরুষ, নারী, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদি লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক অপনয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলিতে নারীদের সীমিত অংশগ্রহণ এবং সম্পদ ও সেবাগুলিতে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ জেন্ডার বৈষম্যের সাধারণ ফলাফল। যখন শুধুমাত্র জেন্ডার বৈষম্য সামাজিক ব্যবস্থার একটি অংশ হয় তখন একে বলা হয় জেন্ডার বা লিঙ্গ বৈষম্য। যেমন- বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকায়, বাবা-মা নিয়মিতভাবে নিজেদের ছেলেদের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করার দিকটি বেছে নেয় কিন্তু গৃহস্থালি কাজের ভার মেয়েদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। কাঠামোগত বৈষম্যের সামাজিক এবং রাজনৈতিক শিকড় রয়েছে যা দূর করার জন্য বিভিন্ন স্তরে (ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠান) কাজ করা প্রয়োজন।

খ) ক্ষমতায়ন:

ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত অবস্থানে থাকা নারী এবং পুরুষেরা তাদের জ্ঞান, সম্পদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা ও সক্ষমতার দ্বারা বিভিন্ন সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও তাদের সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে (মুসুসোকোটওয়া ইটি এল, ২০০১) ।

৩.২. লিঙ্গ বৈষম্য প্রধান বিষয়:

- শিক্ষায় লিঙ্গ পক্ষপাত।
- লিঙ্গ বেতনের ব্যবধান।
- কৃষিতে লিঙ্গ বৈষম্য।
- স্বাস্থ্যসেবার দুর্বল অ্যাক্সেস।
- বাল্য বিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার অন্যান্য রূপ।
- নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের প্রতিনিধিত্বের অভাব।

৩.৩. লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর উপায় কি কি?

- শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
- নারীর প্রজনন অধিকার রক্ষা করা
- আইনি সুরক্ষা জোরদার কর।
- উন্নত চিকিৎসা সেবার সুযোগ প্রদান করা।
- উন্নত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করা।
- সবচেয়ে প্রান্তিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৩.৪. একটি নাটকের মাধ্যমে গবাদিপশুর খামার তদারকিতে জেন্ডার বৈষম্য এবং নারী ক্ষুদ্র খামারীদের ক্ষমতায়নের অনুশীলন উপস্থাপন করা হলো-

সহায়ক কয়েকজন পিজি সদস্যকে খুঁজে বের করবে যারা নিম্নলিখিত স্ক্রিপ্টের নাটকটি করতে আগ্রহী। পিজি সদস্যদের নির্বাচন করার পরে, সহায়ক তাদের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী চরিত্রগুলো বুঝিয়ে দিবেন। নাটকটি অংশগ্রহণকারীদেরকে মনোযোগ সহকারে দেখার এবং শোনার জন্য অনুরোধ করবেন যাতে তারা বুঝতে পারেন রোল-প্লের মাধ্যমে তাদের কাছে কোন বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর রোল-প্লের স্ক্রিপ্ট:

(স্বামী চরিত্রে শামীম, স্ত্রীর চরিত্রে শেফালী, শামীম ও শেফালীর মেয়ে দোলা, পিজি ভাইস প্রেসিডেন্ট, স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি)।

দোলা: মা, আসন্ন পরীক্ষার জন্য আমাকে স্কুলের ফি দিতে হবে। সময়মতো ফি না দিলে আমি পরীক্ষা দিতে পারবো না।

শেফালী: স্কুলের ফি বাবদ কত টাকা দেওয়া লাগবে? মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া) মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া)

দোলা: ৮০০ টাকা দিতে হবে।

শেফালী: মেয়ের স্কুলের ফি কীভাবে দেবে তা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাববেন। পরে, তিনি তাদের মোরগ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ভাগ্যক্রমে একজন মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া) তাদের বাড়ির (শেফালীর বাড়ি) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো এবং সে মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া)কে বলল যে সে দুটি মোরগ বিক্রি করতে চায়। মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া)কে জিজ্ঞেস করল, এই মোরগ বিক্রি করে কত টাকা পাবে? মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া) বললো সে মাত্র ৫০০ টাকা দিতে চায়। এরপর শেফালী এত কম দামে মোরগ বিক্রির বিষয়টি অস্বীকার করে দালালের সঙ্গে দর কষাকষি করেণ। শেষ পর্যন্ত মুরগী ব্যবসায়ী (ফরিয়া) ৮০০ টাকায় মোরগ দুটি কিনতে রাজি হয়। শেফালি তার পছন্দসই দামে মোরগ বিক্রি করতে পেরে খুশি হয়, এত সে তার মেয়ের স্কুলের ফি দিতে পারবে। এরপর শেফালী তার স্বামীর সাথে ভালো দামে মোরগ বিক্রির কথাটি শেয়ার করে।

শামীম: ওহ! খুব ভালো। দয়া করে মোরগ বিক্রির সেই টাকাটা আমাকে দাও।

শেফালী: না! মোটেই না, আমি তোমাকে সেই টাকা দেব না। সেই টাকা দিয়ে দোলার পরীক্ষার ফি দেবো।

শামীম: আমি বলছি, টাকাটা আমাকে দিতে।

শেফালী: নাহ! মেয়ের পরীক্ষার ফি দেয়া জরুরী নতুবা মেয়েটি পরীক্ষা দিতে পারবে না।

শামীম: বাহ! এই বলে সে শেফালীকে মারধর করার চেষ্টা করবে।

শেফালী: (কান্নার শব্দ)

ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর---

শেফালী: আমাদের লাল গাভীটার গতরাতে গরম হওয়ার আসার লক্ষণ দেখা গেছে। দয়া করে আজকে দুপুরের মধ্যে দ্রুত একজন কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে খবর দাও যাতে বিকালের মধ্যে পাল দেয়া যায়।

শামীম: আরে! তাড়াহুড়ো করবে না। আমি বাজারে যাচ্ছি গরুর খাবার কিনতে। ফিরে আসার পর সন্ধ্যায় ডেকে আনবো।

শেফালী: দয়া করে অবহেলা করবেন না। গর্ভধারণের জন্য কৃত্রিম প্রজনন (এআই) গুরুত্বপূর্ণ।

শামীম: থামো! তুমি কি আমার চেয়ে ভালো জানো? আমার বাবা এবং দাদাও তাই করেছিলেন, তুমি কীভাবে না জেনে আগে আগে সিদ্ধান্ত নিতে চাও?

শেফালী: শুনুন, কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে এই সময়ে দরকার, ইউএলও স্যার বলেছেন যে গরম হওয়ার লক্ষণ দেখলে ১২ থেকে ১৮ ঘন্টার মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন (এআই) করতে হবে। স্যার আরও বলেছিলেন যে দেরীতে গর্ভধারণ ব্যয়বহুল এবং অনেক ঝামেলার।

শামীম: আরে! তুমি জ্ঞান দিচ্ছো! তোমার অত কথা শোনার সময় আমার নেই। (চিৎকার করবে- থামো).

একজন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) এবং একজন পিজি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের ঝগড়ার দিকে নজর দিলেন। তারা তাদের কাছে যেয়ে বলবে-

এলএসপি: হ্যালো, শামীম ভাই? মাঝখানে কথা বলার জন্য দুঃখিত, শেফালী ভাবী আপনাকে কি অনুরোধ করছিলো তা আমরা শুনেছি। সময়মত এআই সেবা আপনার দুগ্ধ খামারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি তো আপনার স্ত্রীর পরামর্শের প্রতি উদাসীন। আপনি তার কথা শুনছেন না কেন?

শামীম: দুঃখিত, আমি আমার রাগ সংবরণ করতে পারছি না, গরুর খাবারের চড়া দাম, দুধের কম দাম, নিম্ন আয় এবং একটি আগাম বন্যা আমাদের পশুখাদ্য নষ্ট করে দিয়েছে। এলএসপি আপা, এখন আমরা কীভাবে বাঁচতে পারি?

শেফালী: এলএসপি আপা, যদি আমরা গরুর পাল (এআই) দেয়ার সময়টা মিস করি, এতে আমাদের আরো বেশী ক্ষতি হবে। আমি শুধু সঠিক কৃত্রিম প্রজনের (এআই) সময় মেনে চলার করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছি।

এলএসপি: শামীম ভাই, শেফালী ভাবী গবাদি-পশু পালনের জন্য তার দৈনন্দিন শ্রম প্রায় সমানভাবে আপনার সাথে ভাগ করে নেয়। দয়া করে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন, একসাথে পরামর্শ করুন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। ডেইরী খামারের প্রতি তার আবেগ রয়েছে এবং তিনি আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে গাভী গরম হওয়ার সময়কে মূল্য না দিলে আপনাদের খুব ক্ষতি হতে পারে, যেমন- দুধে উৎপাদনের ক্ষতি, খাওয়ার খরচ, শ্রম খরচ ইত্যাদি।

পিজি ভাইস প্রেসিডেন্ট: শামীম, আপনার স্ত্রী ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন। কিন্তু আপনি গাফিলতি করছেন। তিনি আপনার পরিবার, আপনার সন্তান, তাদের ভবিষ্যতের পাশাপাশি দুগ্ধ খামারেরও যত্ন নিচ্ছেন, তার মতামতের একটা গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি আপনার রুঢ় আচরণ আমরা দেখেছি। আপনার এ ধরনের আচরণের প্রেক্ষিতে শেফালী ভাবী কিন্তু ১০৯ ডায়াল করে বা স্থানীয় থানায় একটি জিডি (জেনারেল ডায়েরী) করতে কিংবা জরুরি আইনী সাহায্য চাইতে পারেন।

এলএসপি: গবাদিপশু পালনে দৈনন্দিন শ্রম আপনি শেফালী ভাবীর সাথে সমানভাবে ভাগ করে নেন। দয়া করে আপনি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন, একসাথে দু'জন মিলে পরামর্শ করুন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। গাভী পালনে তার আগ্রহ ও ভালোলাগা রয়েছে এবং তিনি আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে গাভী পাল দেওয়ার সঠিক সময় হারালে ক্ষতি হতে পারে এত দুধ উৎপাদনের ক্ষতি হবে, খাবার খরচ ও শ্রম খরচ ইত্যাদি বেড়ে যাবে। শেফালি ভাবী সর্বদা আপনার পরিবারকে সহয়তা করছেন।

শামীম: হায় আল্লাহ! আপনি (এলএসপি আপাকে) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমি কখনও ভাবিনি। এটা আমাদের খামারের জন্য বিরাট ক্ষতি। আমি সঠিক কৃত্রিম প্রজননের (এআই) সময় না মানলে আমার গাভীটিও গর্ভধারণে দেরি করবে। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শেফালি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার সেরা জীবনসঙ্গী। এখন থেকে আমরা আমাদের পরিবারের স্বার্থে দু'জনে মিলে পরামর্শ করব, যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিব। আমি এখনি এআই কর্মীকে কল করছি।

শেফালী: আমার স্বামী ভালো মানুষ। কিন্তু কখনও কখনও তার একক সিদ্ধান্ত আমাদের পরিবারের জন্য কল্যাণকর হয় না। ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাই এবং এলএসপি আপা, যৌথ পারিবারিক সিদ্ধান্তের উপকারিতা সম্পর্কে আমার স্বামীকে বোঝানো এবং আপনাদের সদয় সমর্থনের জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

শামীম ও শেফালী: আচ্ছা! আমরা একসাথে কাজ করব এবং আমাদের সন্তানদের একসাথে শিক্ষিত করে তুলবো। আমাদের পরিবারের উন্নতির এবং ভবিষ্যতের জন্য একসাথে সিদ্ধান্ত নেব।

নাটকটি শেষ করার পর, সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবে-

১) নাটকের শুরুতে শামীম কি শেফালীর কথা শুনেছিলেন?

২) শেফালী কিসের জন্য শামীমকে অনুরোধ করেছিল? এবং কেন?

৩) শামীম ও শেফালীর মধ্যে কি সমস্যা হচ্ছিলো?

৪) শামীম কি ভুল করতে যাচ্ছিলেন?

৫) শেফালির অনুভূতি কী ছিলো যখন তার স্বামী ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন?

৬) এই নাটকের নৈতিক শিক্ষা কী?

৩.৫. অংশগ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষণ:

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে পরিবার এবং খামার তদারকিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং পরিবারের নারী সদস্যদের (স্ত্রী, মা, মেয়ে) প্রতি অসম্মানজনক মনোভাবের বিরূপ প্রভাবের মতো সমস্যাগুলি কমানোর সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। উপরে উল্লিখিত নাটকের উপর ভিত্তি করে, সহায়ক জেন্ডার বৈষম্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কিছু কৌশল ব্যবহার করবেন। কৌশলগুলো নিম্নরূপ-

- ছেলে/মেয়ে, পুরুষ/নারী নির্বিশেষে পরিবারের সকল সদস্যদের প্রযুক্তি, তথ্য এবং সেগুলোর সময়োপযোগী ব্যাবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,
- পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের স্বতন্ত্র জ্ঞানকে সম্মান ও মূল্য দিতে হবে এবং মেয়ে ও ছেলে বা পুরুষ ও নারীর মধ্যকার বৈষম্যকে দূরীকরণে সচেষ্ট হোন।
- পরিবারের সদস্যদের সাথে মতামত শেয়ার করুণ এবং সম্মান করুন এবং পরিবার বা খামার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিন।
- ছেলে/মেয়ে, পুরুষ/নারী নির্বিশেষে পরিবারের যেকোন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য শুধুমাত্র স্থানীয় কোয়াক ডাক্তারের উপর নির্ভর না করে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারীদের কাছে যেতে পারেন।

উপসংহার: সহায়ক সেশনের সারসংক্ষেপ এবং পুনরালোচনা করবেন।

মূল বার্তা:

- পরিবারের নারীদের প্রতি সহিংস আচরণ করা উচিত নয়; নারীদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া এবং তাদের সম্মান করা উচিত।
- আমাদের সবসময় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করা উচিত, বিশেষ করে পরিবারের উন্নতির জন্য স্ত্রীর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিষয়-৪ ঃ প্রাণিসম্পদ সেবার যোগাযোগ এবং সহজলভ্যতা ও নারীদের অংশগ্রহণ

(এলএফএফএস সেশন ৬.৪)

সেশন পরিকল্পনা

ভূমিকা: জ্ঞান এবং তথ্য, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রাণি পালনের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। কৃষকদের যোগাযোগ, তথ্য ও সেবার দরজা প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। প্রত্যেক পিজি নেতার তার পিজি সদস্যদের সাথে অবশ্যই পিজি-র বিষয়গুলি আলোচনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে পিজি নেতাদের সকলের সাথে আলোচনা করতে হবে। মিলেমিশে কাজ, পিজির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে এবং আস্থা ও সহযোগিতা গড়ে তুলবে। আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ব্যতীতও একটি পিজির বাহ্যিক সংস্থা রয়েছে এবং প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সেবা সহজে পাওয়া জন্য বহিরাগত সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ এর জন্য পিজি নেতারা দায়বদ্ধ থাকবে। একজন পিজিকে বাইরের বিভিন্ন এজেন্সি যেমন পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টর, আর্থিক সংস্থা, ব্যবসায়িক অংশীদার, সামাজিক কর্মী এবং সমবয়সীদের (অন্যান্য পিজি) সাথেও যোগাযোগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সেশনটি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিনিধি, সেবা প্রদানের ব্যবস্থা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করার উপায় বর্ণনা করবে এবং প্রদর্শন করবে।

সেশনের উদ্দেশ্য: সেশন শেষে খামারীরা-

- বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং তাদের বিতরণ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন যোগাযোগ উপকরণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে পারবেন; এবং
- তথ্য সংগ্রহের সুযোগের ক্ষেত্রে নারী ও প্রতিবন্ধীদের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন।

উপকরণ: পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বলপেন, ।

সেশন পরিচলানা পদ্ধতি: সহায়ক-

- খামারীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কুশল বিনিময়ের পর সেশন আরম্ভ করবেন।
- অর্ধবৃত্তাকারে বসা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩ থেকে ৫ জনের কাছে তাদের অনুভূতি শুনতে চাইবেন।
- সহায়ক ওইদিনের অধিবেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের ধারণা যাচাই করবেন।
- সেশনের বিষয়ের উপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করবেন।
    - সংযোগ স্থাপন এবং যোগাযোগের গুরুত্ব এবং সেবা প্রদানকারীদের একত্রিত করার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা;
    - প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারীদের সম্পর্কে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং
    - তথ্য সংগ্রহের সুযোগের ক্ষেত্রে নারী ও প্রতিবন্ধীদের সীমাবদ্ধতা।

সেশন পরবর্তী মূল্যায়ন: সহায়ক অংশগ্রহণমূলক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সেশন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করবেন।

সেশন সহায়িকা ঃ

৪.১. প্রাণিসম্পদ সেবার ক্ষেত্রে যোগাযোগ:

দুগ্ধ ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন, পণ্য একত্রীকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং পণ্যের বিপণন থেকে শুরু করে কৃষকদের সেবা প্রদানের সুযোগ ও ক্ষেত্র উভয়েই বহুমাত্রিক। পাবলিক সেক্টর হলো পিজি-এর কাছে প্রথম সেবা সরবরাহ এবং এটি জ্ঞান এবং যথাযথ অনুশীলন, ক্ষমতা বৃদ্ধি, ঋণ সহায়তা, সনদ প্রদান, অনুশাসন এবং নিবন্ধিকরণ নির্দেশিকাগুলিকে পূরণ করে। অন্যান্য পিজি এবং ব্যবসায়ী, পণ্য সরবরাহকারী এবং প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্য বেসরকারী খাতের সাথে সংযোগ স্থাপন করা একটি পিজিকে একটি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন পরিণত করার পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

৪.২. যোগাযোগের ও সংযোগ স্থাপনের গুরুত্ব:

- জ্ঞান এবং উত্তম চর্চায় প্রবেশের সুযোগ;
- ডেইরি ও গবাদিপশু পালনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল;
- মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর মতো প্রাণিস্বাস্থ্য ও রোগ নির্ণয় সেবা;
- নিরাপদ এবং মানসম্মত পন্য ও প্রয়োজনীয় সনদপত্রাদির জন্য আইনি অবকাঠামো;
- ঋণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাপ্রাপ্তিতে সহজলভ্য সুযোগ;
- পিজি পারচালনা ও রেজিস্ট্রেশন; এবং
- স্থানীয় পর্যায়ে অন্যান্য পিজির সাথে সমন্বয় সাধন।

৪.৩. পিজি সদস্যদের পরিচিতি এবং সরাসরি এবং অনলাইন সেবা সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা:

নিম্নলিখিত সাধারণ নির্দেশিকা এবং পদ্ধতিটি স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের একটি ডাটাবেইস তৈরি করতে এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে। তালিকাতে সরাসরি এবং অনলাইন সেবার তালিকা ৬.৪.১. সংশোধন করা যেতে পারে, এবং প্রয়োজনীয় তথ্য PG দ্বারা আপডেট করা যেতে পারে।

ক) সরাসরি এবং অনলাইন প্রাণিসম্পদ সেবার তালিকা:

ক্র.নং	সংগঠনের নাম	সেবা	যোগাযোগের মাধ্যম
১.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)	জ্ঞান এবং যথাযত অনুশীলন, সমর্থন, ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইনপুট সমর্থন (টিকা, কৃমিনাশক, কৃত্রিম প্রজনন (এআই), প্রাণিখাদ্য, ক্ষদ্র অনুদান, এমভিসি, রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ, প্রশংসাপত্র, রোগ বিষয়ক নির্দেশিকা ইত্যাদি।	সরাসরি/টেলিফোন/মোবাইল ফোন/ইমেইল/অনলাইন
২.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষনা ইনস্টিটিউট	জ্ঞান এবং যথাযত অনুশীলন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রজনন উপকরণ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, পশুখাদ্যের বীজ/কাটিং, বই, পুস্তিকা, পরামর্শ ইত্যাদি।	
৩.	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,	জ্ঞান এবং যথাযথ অনুশীলন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রজনন উপকরণ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বই, পুস্তিকা, পরামর্শ, ইত্যাদি।	
৪.	সমবায় অধিদপ্তর	পিজি রেজিস্ট্রেশন।	
৫.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	পশুখাদ্য, ফসল, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।	
৬.	পরিবেশ অধিদপ্তর	সংশিষ্ট প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র।	
৭.	ব্যাংক ও ক্ষদ্রঋণ সংস্থাসমূহ	ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা, ইত্যাদি	
৮.	দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী, গ্রামীণ দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র (VMCC), ডেইরি হাব, ব্যবসায়ী, পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা	দুধ বিপণন, ইনপুট (ঔষধ, টিকা, সংযোজন)	
৯.	স্ব স্ব পিজিবৃন্দ	স্থানীয় প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, আয় উৎপাদনকারী ব্যবসা	

ক্র.নং	সংগঠনের নাম	সেবা	যোগাযোগের মাধ্যম
১০.	ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (BRAC, ASA, SKS, GUK ইত্যাদি)	ঋণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, যথাযত অনুশীলন, ইনপুট, কৃত্রিম গর্ভধারণ ইত্যাদি।	
১১.	স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা/জেলা পরিষদ, পাবলিক কমিটি, স্কুল কর্তৃপক্ষ	স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত, স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম, ইত্যাদি	
১২.	আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ACDI/VOCA, Solidaridad ইত্যাদি)	ক্ষমতা বৃদ্ধি, যথাযত অনুশীলন, ইনপুট, ইত্যাদি	

খ) অনলাইন সেবা পোর্টাল:

জ্ঞান সহায়তা পাওয়ার জন্য কয়েকটি অনলাইন পোর্টাল নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, অনলাইন তথ্যের জন্য সরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যুরো দ্বারা বৈধতা প্রয়োজন। ইউটিউবাররাও কিছু তথ্য আপলোড করে, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সামগ্রিক জ্ঞান বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। কিন্তু, ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্তি এড়াতে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি এড়াতে, ব্যবসাকে আরও টেকসই করতে অনলাইনে স্ক্রিনিংয়ের একটি যথাযত প্রক্রিয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ঈদ উৎসবে প্রাণি বিক্রির জন্য বেশ কিছু অনলাইন পোর্টাল পাওয়া যায়। পিজি সদস্যরা তাদের প্রাণিজাত পণ্য এবং প্রাণি বিক্রির জন্য অনলাইন পোর্টাল তৈরি করতে পারে। LDDP এবং DLS সম্প্রতি মোবাইল মার্কেটিং প্রদর্শন করেছে। এই সমস্ত পদ্ধতিগুলি পিজি সদস্যদের সাথে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শেয়ার করা যেতে পারে।

৪.৪. বর্তমান অনলাইন পোর্টালের তালিকা:

অনলাইন পোর্টাল	সেবা লিঙ্ক	ছবি	অ্যাপস থেকে তথ্য সেবা
Livestock diary- apps	https://www.youtube.com/watch?v=tLblVspuwmI		গবাদিপশু সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় (জাত, খাদ্য, ব্যবস্থাপনা, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য বিষয়ক ইত্যাদি)
Vetsbd- apps	https://bdvets.com/ http://www.dls.gov.bd/		ই-ট্রিটমেন্ট, অনলাইন প্রেসক্রিপশন, ভেটেরিনারি ওষুধ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি।
Livestock call center DLS (16358)	http://www.dls.gov.bd/		অনলাইন বিনামূল্যে তাৎক্ষণিক টেলি সেবা
BLRI feed master	http://www.blri.gov.bd/site/page/91f579ee-4f40-4f5f-8b04-36e477097293/- এছাড়াও অ্যাপ হিসেবে পে স্টোরে পাওয়া যাবে		বিএলআরআই থেকে গবাদি প্রাণির জন্য খাদ্য প্রস্তুতের কৌশল প্রণয়ন, টিকাদান ইত্যাদি
Khamarguru	http://www.blri.gov.bd/site/page/91f579ee-4f40-4f5f-8b04-36e477097293/- এছাড়াও অ্যাপ হিসেবে প্লে স্টোরে পাওয়া যাবে		গরু ও মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল বা গৃহপালিত মুরগি ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা

৪.৫. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী ও প্রতিবন্ধীদের সীমাবদ্ধতা:

সহায়ক নারী এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে যথাযত অনুশীলন এবং তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা শেয়ার করতে পারেন। পিজি সদস্যদের আমাদের সমাজের নারী ও ট্রান্সজেন্ডারদের সম্মান করা উচিত যাতে তারা দুগ্ধ ও গবাদি প্রাণি পালনের উন্নতিতে সমানভাবে অবদান রাখতে পারে।

- তথ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা কম দক্ষ এবং দুর্বল অভিগম্যতা।
- আইসিটি সরঞ্জাম (স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, এবং ইন্টারনেট প্যাকেজ) ক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতা।
- নারীদের চলাফেরায় সামাজিক বিধি নিষেধ।
- প্রতিবন্ধীদের শারীরিক চলাফেরার সীমাবদ্ধতা।
- ট্রান্সজেন্ডার বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সাথে সম্মানজনক যোগাযোগের অভাব।

৪.৬. সেবা প্রাপ্তি ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে করণীয়:

- স্মার্টফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
- সেবা প্রাপ্তির স্থান ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সর্ম্পকে সংগঠন বা স্থানীয় জন প্রতিনিধির নিকট থেকে জেনে নেওয়া।
- পরিবার ও সমাজের প্রতিনিধিদের সমর্থন ও সহায়তা নেয়া।
- সেবা ও প্রযুক্তি সর্ম্পকিত বিভিন্ন প্রদর্শণী ও মেলায় অংশগ্রহণ করা।
- সংশ্লিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারী বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

উপসংহার: সহায়ক সংক্ষেপে সেশনটির সার সংক্ষেপ করে সেশনের মূলবার্তাগুলো বর্ননা করবেন ।

মূল বার্তা:

- পিজি সদস্যরা প্রাণিসম্পদ সেবা সর্ম্পকিত যোগাযোগের নাম্বর জানতে পারবেন এবং বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারেণ;
- পিজি সদস্যদের অবশ্যই সমাজের নারী ও ট্রান্সজেন্ডারদের সম্মান করা উচিত যাতে তারা ডেইরি ও গবাদিপশুর খামার ব্যবস্থাপনায় সমানভাবে অবদান রাখতে পারেণ;
- এ কাজের মাধ্যমে সেবার পুনরাবৃত্তি এড়াতে সাহায্য করবে, নতুন অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্ক গড়তে, তরুণদের সাথে কাজ করে এমন সংস্থাকে তথ্য প্রদানে, এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করবে।